এসাইনমেন্ট

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফজিলত

গ্রহনকারী	**জমাদানকারী**
মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ	মো. তবিউর রহমান
শিক্ষক (আকিদা, ফিকহ ও আরবী ডিপার্টমেন্ট)	RAM-302
আইওএম	রোল নং: ২০২০১৪১৩
	আইওএম

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (আইওএম)

ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভুমিকা	৩
মসজিদের পরিচিতি ও সীমারেখা	৩
মসজিদ নির্মানের ইতিহাস	৪
মানব সমাজে মসজিদের গুরুত্ব	৫
মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৬
মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ	৯
বিভিন্ন মসজিদের ফযীলত	১০
মসজিদে গমণের ফজিলত	১৭
উপসংহার	২১
তথ্যসূত্র	২২

মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার গুরুত্ব ও ফজিলত

ভুমিকা

বাংলা ভাষায় প্রচলিতভাবে মসজদি বললেও সঠিক উচচারণ মাসজদি। মসজিদ শব্দটি আরবী (مسجد) 'মাসজিদ' আর শব্দটি একটি স্থানবাচক শব্দ। যার অর্থ হ'ল- সিজদার স্থান, ছালাতের স্থান। আভিধানিক অর্থে যেখানে বান্দা আল্লাহর ইবাদতের নিমিত্তে সিজদা করে সেটাই মাসজিদ। মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের দৈনিক সম্মেলন কেন্দ্র । দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য সেখানে সকলে মিলিত হয়। শিরক, বিদাত ও কুসংস্কার দূর করে মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাসকে সমৃদ্ধি করে আল্লাহর সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক তৈরী করে দেয়াই মসজিদের মূল উদ্দেশ্য। মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার ভাবধারা বজায় রেখে মুক্তির অনুভূতি জাগ্রত করে মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় করার মধ্য দিয়ে দু:শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা মসজিদের অন্যতম লক্ষ্য। জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে মানুষের মানবীয় মৌলিক গুণাবলী তৈরি করে মানবাধিকার নিশ্চিত করা, সহমর্মিতাময় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ও উন্নত চরিত্র তৈরী করায় মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম।

মসজিদের পরিচিতি ও সীমারেখা

সেজদাহ থেকে মসজিদ শব্দের উৎপত্তি । সেজদার অর্থ হলো আল্লাহর দরবারে মাথা নত করা এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম মেনে নেওয়া। নামাজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো সেজদাহ । ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে পরিবারের পরেই মসজিদের অবস্থান । ইসলামের সূচনালগ্নে মসজিদ থেকে ব্যক্তি,পরিবার ,সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো । হযরত মুহাম্মদ (স:) মদিনায় নিচের তিনটি প্রাথমিক ভিত্তির উপর নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেন ।

১। মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা

২। মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব

৩। মদিনা সনদ।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا 'আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে'।[১] অন্যত্র রাসূল (স:) বলেছেন,حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأَرْضُ لكَ مَسْجِدٌ، 'যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করে নিবে। কারণ গোটা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান'।[২] রাসূলুল্লাহ (স:) আরো বলেন, وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، 'আমার জন্য গোটা পৃথিবী পাক-পবিত্র ও মসজিদ করা হয়েছে'।[৩] পৃথিবীর সকল স্থানের মালিক হ'লেন আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর জন্য তাঁর বান্দা বা যমীনের যে কোন পবিত্রতম স্থানে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর ওযূর জন্য কোন পানি না পেলে অথবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্র হ'তে পারবে (নিসা ৪/৪৮)।

মাসজিদ শব্দটি নিমেণাক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-

(১) الجامع (আল-জামে') : ঐ মসজিদকে জামে' মসজিদ বলা হয় যেখানে মানুষ সপ্তাহের জুম'আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

(২) المصلى (আল-মুছাল্লা) : ছালাত অথবা দো'আর স্থান। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় মাসজিদ হ'ল,

البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته،

‘এমন গৃহ, যা একমাত্র ছালাতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহর ও তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট’।[৪]

মসজিদ নির্মানের ইতিহাস

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হ’ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম বা বায়তুল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِيْنَ، ‘নিশ্চয়ই প্রথম ইবাদতগৃহ, যা মানবজাতির জন্য মক্কায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা বরকতমন্ডিত এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক’ (আলে ইমরান ৩/৯৬)।

আবূ যার গিফারী (রাঃ) বলেন, قُلْتُ :يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلَ؟ قالَ :المَسْجِدُ الحَرامُ .قُلْتُ :ثُمَّ أَيٌّ؟ قالَ :ثُمَّ المَسْجِدُ الأَقْصى قُلْتُ :كَمْ كانَ بيْنَهُما؟ قالَ :أَرْبَعُونَ، ثُمَّ قالَ :حَيْثُما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، والأرْضُ لكَ مَسْجِدٌ، ‘আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স:)! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্বছা। আমি বললাম, এ দুইয়ের নির্মাণের মাঝখানে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)। (অতঃপর তিনি বললেন), যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করবে। কারণ সম্পূর্ণ পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ বা সিজদার স্থান’।[১৩]

পৃথিবীর প্রথম মসজিদ আদম (আঃ) সর্বপ্রথম কা‘বা ঘর নির্মাণ করেন।[১৪] পরে ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্র সন্তান ও তাঁর স্ত্রীকে এই মসজিদের নিকটে রেখে আল্লাহর কাছে এই বলে দো‘আ করেন, ‘আর যখন ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে তুমি শান্তিময় কর এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের তুমি মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এই মূর্তিগুলো বহু মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসারী হবে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার এক সন্তানকে তোমার এ পবিত্র (কা‘বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে’ (ইবরাহীম ১৪/৩৫-৩৭)।

পরে আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) কা‘বা ঘর পুনর্নিমাণ করেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দো‘আ করেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ’তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

রাসূলুল্লাহ (স:)-এর সময় কা‘বা ঘরের দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কা‘বা ঘর থেকে মূল্যবান মালামাল চুরি হয়ে যায়। তখন কুরায়েশরা কা‘বা ঘর সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (স:)-এর বয়স ছিল তখন ৩৫ বছর। কা‘বা নির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ (স:)-এর মধ্যস্ততায় এর সমাধান হয় এবং গোত্রীয় দ্বন্দের অবসান ঘটে। ফলে সকলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে রক্ষা পায়।

হালাল টাকার অভাবে কুরাইশরা কা'বাকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে পারেনি। ফলে হাত্বীমকে কা'বার দেয়ালের বাইরে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (স:)-এর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতির কথা চিন্ড় করে এটা থেকে বিরত থাকেন।[১৫]

আয়েশা (রাঃ)-এর বোনের ছেলে বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে (৬৪-৭৩ হিঃ) ৬৪ হিজরী সনে কা'বাগৃহ ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স:)-এর ইচ্ছানুযায়ী তা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু ৭৩ হিজরী সনে তিনি যুদ্ধে নিহত হ'লে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নির্দেশে গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তা পুনরায় ভেঙ্গে আগের মত হাত্বীমকে বাইরে রেখে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে আববাসীয় খলীফা মাহদী ও হারূণ এটি পুনর্নির্মাণ করে রাসূল (স:)-এর ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) তাদেরকে বলেন, 'আপনারা কা'বা গৃহকে রাজা-বাদশাহদের খেল-তামাশার বস্ত্ততে পরিণত করবেন না।[১৬] বর্তমানে এভাবেই কা'বা ঘর রয়েছে এবং হাজীগণ হাত্বীমের বাহির দিয়েই তাওয়াফ করেন।

মানব সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

নিম্নে মসজিদ পরিচালনায় মানব সমাজে বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হলো ।

১। মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের আকিদা বিশ্বাসকে সমৃদ্ধি করা । বিভিন্ন কর্মসূচী ,জ্ঞানচর্চা, ইবাদতের মাধ্যমে আকিদা-বিশ্বাসের স্থাপন করে অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে তাকে লালন পালন করতে হবে ।

২। মুসলমানদের জীবনের রুহানি মূল্যবোধকে দীর্ঘস্থায়ী করা। মসজিদে ইবাদত ও রহমানের আল্লাহর সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে ।

৩। মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় করা । ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাবতীয় মূল্যবোধ তৈরি করা ।

৪। মুসলমানের জীবনে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা মূল্যবোধ সৃষ্টি করা ।মসজিদে একে অপরের দুঃখ কষ্ট অংশগ্রহণ করা এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রী কর্মসূচির মাধ্যমে সহযোগিতা পথ তৈরি করা ।

৫। মুসলমানদের জীবনে উন্নত চরিত্র ও মানবীয় মৌলিক গুণাবলী তৈরি করা । মসজিদকে বাস্ড়বিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও মানবতার মুক্তির অনুভূতি জাগ্রত করা ।

৬। সর্বোচ্চ উপায়ে মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করার স্থান। মসজিদের দ্বীনি ও নৈতিক পরিবেশের আধ্যাত্বিক মনোযোগের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত করা সম্ভব হয় অন্য জায়গায় সম্ভবপর নয় ।

৭। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন করা । কারণ ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্র থেকে যে সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ হবে। তা অন্য যে কোনো সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাবিদার হবে। ইসলামী সংস্কৃতি বলতে এখানে বুঝানো হচ্ছে ,আচার ,অভ্যাস, আনন্দ ,উৎসবসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে ইসলামকে প্রাধান্য দেওয়া ।

৮। সমাজ সংস্কার মসজিদের অন্যতম লক্ষ্য । মানব সমাজে কিছু প্রচলিত মতবাদ ও আমলের মাধ্যমে কুসংস্কার প্রথা চালু হয় । যা সমাজে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে কুসংস্কার মুক্ত পরিবেশ থেকে ইসলামের সঠিক নিয়মের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার পদ্ধতি চালু করা। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কার দূর হয়ে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯। সমাজকল্যাণ মসজিদের একটি অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অভাবগ্রস্ড় অভাবগ্রস্ত মানুষের সমস্যার সমাধানে তাদেরকে নানান ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। মসজিদে রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ। সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের মাধ্যমে অসহায় মানুষের সমস্যা সমাধান করতে হবে ।

১০। উপরের সকল বিষয়গুলো সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন। মসজিদে ইসলামিক জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সকল লক্ষ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তাই জ্ঞানচর্চাকে গুরুত্ব দিতে হবে ।

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ : নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

(এক) আদম (আঃ) :

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[১]

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প-াবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।[২] আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' (হজ্জ ২২/২৬)। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' (বাক্বারাহ ২/১২৭)।

(তিন) দাউদ (আঃ) :

ইয়া'কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।[৩] আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ'লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' (সাবা ৩৪/১৪)।

(চার) মুহাম্মদ (স:) :

মহানবী (স:) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্ত্ততঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম‘আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের ‘রানূনা’ উপত্যকায় তিনি ১ম জুম‘আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (স:) কর্তৃক প্রথম জুম‘আ।[৪]

রাসূল (স:) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর ‘আম্মার দু’টো দু’টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (স:) তা দেখে তাঁর দেহ হ’তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ‘আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে’।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স:) এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (স:) এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের’।[৬]

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

‘আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ (তওবা ৯/১৮)।

(৪) মসজিদ নির্মাণ হ’ল ছাদাক্বায়ে জারিয়া :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

‘মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে’ ।[৮]

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ’ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন’ ।[৯] মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন ।[১০] যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয় ।[১১]

মসজিদে যিরার বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ :

মসজিদে যিরার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيْهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

‘আরেক দল লোক রয়েছে যারা মসজিদ নির্মাণ করে (ইসলামের) ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, যিদ ও কুফরীর তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্য। অথচ তারা কসম করে বলে যে, কল্যাণ ব্যতীত আমরা অন্য কিছুই কামনা করি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তুমি সেখানে কখনো দাঁড়াবে না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তাওবা ৯/১০৭-১০৮)।

মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ

কুরআনে মাসজিদ শব্দটি মোট ১৭ বার এসেছে। মসজিদ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (স:)-এর নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ (স:) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. 'রাসূলুল্লাহ (স:) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন' ।[৭]

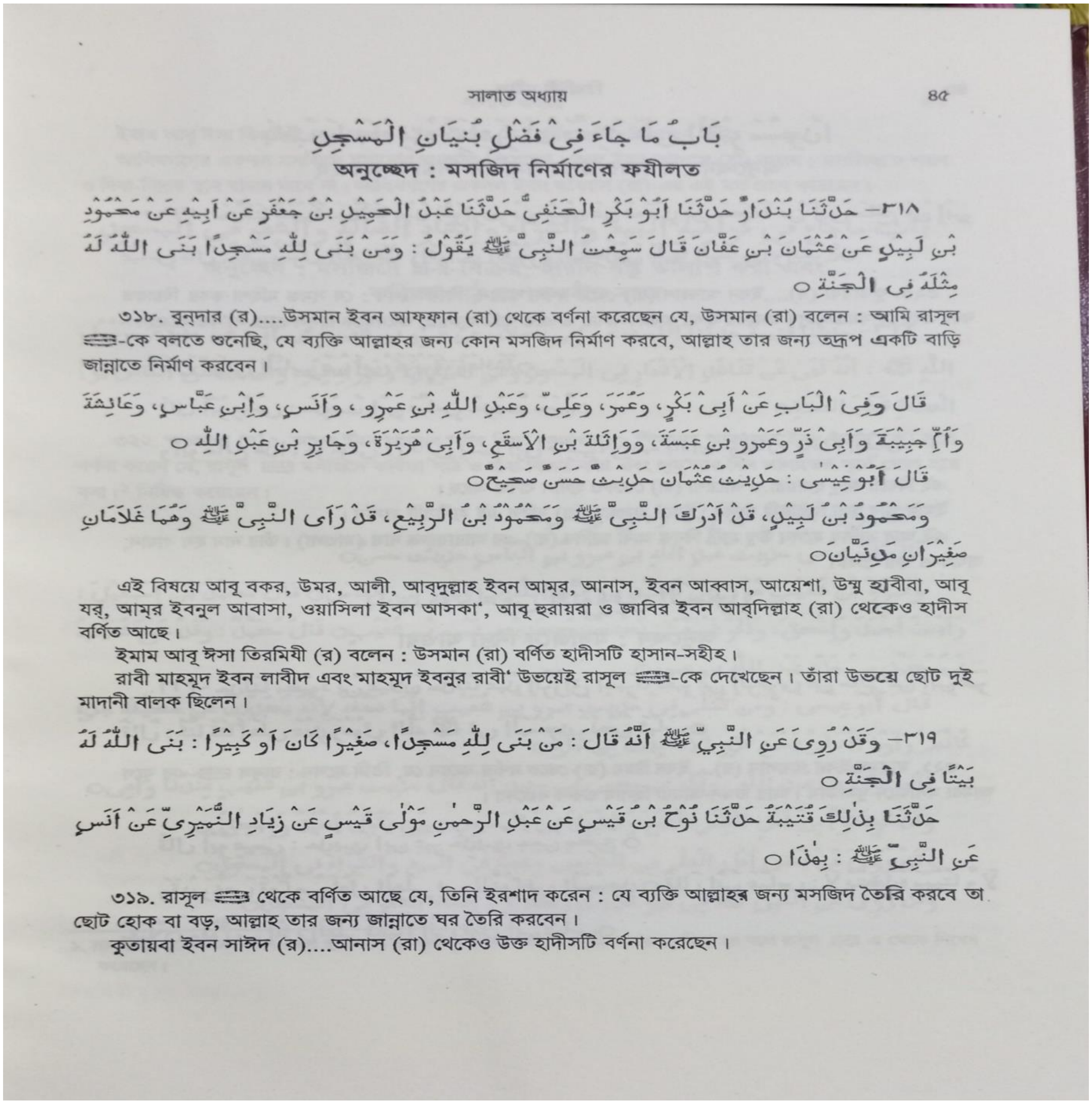
সালাত অধ্যায় ৪৫

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

٣١٨– حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : وَمَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ ○

৩১৮. বুন্দার (র)....উসমান ইবন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোন মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য তদ্রূপ একটি বাড়ি জান্নাতে নির্মাণ করবেন।

قَالَ وَفِىْ الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِىٍّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَاَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَاُمِّ حَبِيْبَةَ وَاَبِىْ ذَرٍّ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ○

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُثْمَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ○

وَمَحْمُوْدُ بْنُ لَبِيْدٍ، قَدْ اَدْرَكَ النَّبِىَّ ﷺ وَمَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ، قَدْ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيْرَانِ مَدَنِيَّانِ○

এই বিষয়ে আবূ বকর, উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন আম্র, আনাস, ইবন আব্বাস, আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আবূ যর, আম্র ইবনুল আবাসা, ওয়াসিলা ইবন আসকা', আবূ হুরায়রা ও জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন : উসমান (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান-সহীহ।

রাবী মাহমূদ ইবন লাবীদ এবং মাহমূদ ইবনুর রাবী' উভয়েই রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন। তাঁরা উভয়ে ছোট দুই মাদানী বালক ছিলেন।

٣١٩– وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا، صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا : بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ○

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى قَيْسٍ عَنْ زِيَادِ النُّمَيْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ : بِهٰذَا ○

৩১৯. রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরি করবে তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করবেন।

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)....আনাস (রা) থেকেও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তিরমিজি শরীফ (২য় খন্ড)

মসজিদের ফযীলত

মসজিদের ফযীলত :

ইসলামী শরী‘আতে মসজিদের অনেক ফযীলত রয়েছে। এসব ফযীলতেও রয়েছে ভিন্নতা। কোন কোন মসজিদকে ফযীলতের দিক দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা অন্য সকল মসজিদ থেকে আলাদা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় মসজিদে নববী, তৃতীয় মসজিদে আক্বছা, চতুর্থ মসজিদে ক্বোবা। মর্যাদাপূর্ণ এ চারটি মসজিদ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। উল্লিখিত প্রত্যেক মসজিদের পৃথক পৃথক ফযীলত নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

ক. মসজিদে হারামের ফযীলত :

পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হ’ল মক্কায় অবস্থিত মসজিদে হারাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ মসজিদের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের ক্বিবলা : মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ। প্রত্যেক মুসলমানকে ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। ক্বিবলামুখী হওয়া ছালাতের অন্যতম ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ‘অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের (কা‘বা গৃহের) দিকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে দাও। আর তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা‘বার দিকে) ফিরিয়ে দাও’ (বাক্বারাহ ২/১৪৪)।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, যখন নবী করীম (সঃ) কা‘বায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সকল দিকে দো‘আ করেন, ছালাত আদায় না করেই বেরিয়ে আসেন এবং বের হবার পর কা‘বার সামনে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটাই ক্বিবলা’ ।[১]

(২) কা‘বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক : কা‘বাকে ক্বিবলা হিসাবে গ্রহণ করা মুসলিম হওয়ার পরিচায়ক। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন,مَن صَلّى صَلاتَنا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِهِ، ‘যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহকৃত প্রাণী খায়, সেই

মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার’ ।[২]

(৩) এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব : বায়তুল্লায় ছালাত আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী ছওয়াব হয়। আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

فَضْلُ الصلاةِ في المسجدِ الحرامِ على غيرِه مائةُ ألفِ صلاةٍ، وفي مَسْجِدِي أَلْفُ صلاةٍ،

‘মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার ফযীলত অন্য মসজিদে ছালাত আদায়ের চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী। আর আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত আদায়ে এক হাযার গুণ বেশী’ ।[৩]

(৪) এই মসজিদের উদ্দেশ্যে ছওয়াবের আশায় সফর করা বৈধ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلّا إلى ثَلاثَةِ مَساجِدَ :المَسْجِدِ الحَرامِ، ومَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، ومَسْجِدِ الأقْصى. 'মসজিদে হারাম তথা বায়তুল্লাহ, রাসূল (স:) এর মসজিদ তথা মসজিদে নববী এবং মাসজিদুল আক্বছা এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (ছওয়াবের আশায়) হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)' ।[৪]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে হারামের দিকে : ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,إنَّ الإسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بَدَأَ، وَهو يَأْرِزُ بيْنَ المَسْجِدَيْنِ، كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ في جُحْرِها. 'ইসলাম মুষ্টিমেয় লোকের মাধ্যমে তার যাত্রা করেছে। সত্বর তা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই ফিরে আসবে, যেমনটি সূচনাতে ছিল। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে তদ্রূপ ইসলামও দুই মসজিদের (বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে' ।[৫]

(৬) এই মসজিদের দিকে ফিরে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা যাবে না : আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (স:) বলেন,

اذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الل

'যখন তোমরা পায়খানায় যাও, তখন ক্বিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এটা কা'বার উত্তর বা দক্ষিণের লোকদের জন্য। কেননা কা'বা হচ্ছে মদীনার সরাসরি দক্ষিণে)। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়ায় গেলাম, সেখানে পায়খানাগুলো ক্বিবলামুখী বানানো পেলাম। তখন আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট তওবা ও ইস্তিগফার করতাম' ।[৬]

'আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনাদের নবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচারও? সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন' ।[৭]

(৭) ইসরা ও মি'রাজ শুরু হয়েছে এ মসজিদ থেকে : রাসূলুল্লাহ (স:) এর জীবনের অন্যতম মু'জিযা মি'রাজ ও ইসরা। যা শুরু হয়েছিল মক্কার বায়তুল্লাহ থেকে। মহান আল্লাহ বলেন,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (আল-ইসরা ১৭/১)।

(৮) মুশরিকদের প্রবেশ নিষেধ : বায়তুল্লাহর আরেকটি মর্যাদা এ কারণে যে, এখানে কোন বিধর্মী তথা কাফের-মুশরেক প্রবেশ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا- 'হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নাপাক বৈ কিছুই নয়। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটে না আসে' (তাওবা ৯/২৮)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জে আমাকে এ আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি যেন কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আল্লাহর ঘর নগ্নদেহে তাওয়াফ করবে না। হুমায়েদ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স:) আলী (রাঃ)-কে পুনরায় এ আদেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রাঃ) সূরা বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। কেউ নগ্ন অবস্থায় আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না' ।[৮]

(৯) দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না : দাজ্জাল পুরো পৃথিবী অল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারলেও মক্কা ও মদীয়ায় প্রবেশ করতে পারবে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,

لَيسَ مِن بَلَدٍ إلّا سَيَطَؤُهُ الدَّجّالُ، إلّا مَكَّةَ، والمَدِينَةَ، ليسَ له مِن نِقابِها نَقْبٌ، إلّا عليه المَلائِكَةُ صافِّينَ يَحْرُسُونَها، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بأَهْلِها ثَلاثَ رَجَفاتٍ، فيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كافِرٍ ومُنافِقٍ

'মক্কা ও মদীনা ব্যতীত এমন কোন শহর নেই যেখানে দাজ্জাল পদচারণ হবে না। মক্কা ও মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশ পথেই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে পাহারায় নিয়োজিত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কাফের এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দিবেন' ।[৯]

(১০) এখানে পাপাচার নিষিদ্ধ : পৃথিবীর সর্বত্রই পাপকর্ম নিষিদ্ধ। তবে মক্কায় এটি আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'যারা অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথ ও মাসজিদুল হারাম হ'তে বাধা সৃষ্টি করে, যাকে আমরা প্রস্তত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান হিসাবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব' (হজ্জ ২২/২৫)।

খ. মসজিদে নববীর ফযীলত :

গত ১১ মাসে ২০ কোটিরও বেশি মুসল্লি নামাজ পড়েছেন মসজিদে নববীতে। (দৈনিক দেশ রুপান্তর, পৃষ্ঠা ০৫, তারিখ: ৩/৬/২০২৩)। রাসূলুল্লাহ (স:) কর্তৃক নির্মিত, মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীরও। বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এই মসজিদ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী এই দুই মসজিদকে একত্রে 'হারামাইন' বলা হয়। যেমন-

(১) মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় অন্য মসজিদের চেয়ে এক হাযার গুণ উত্তম : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (স:) বলেন,صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 'মসজিদুল

হারাম (কা‘বা) ব্যতীত আমার এ মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাযার গুণ বেশী ছওয়াব’ ।[১০]

(২) এই মসজিদের একটি স্থান হ’ল জান্নাতের বাগান : আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ মাযিনী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ‘আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান’ ।[১১] অন্য বর্ণায় রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন, আমার মিম্বার অবস্থিত আমার হাউজ (কাউছার) এর উপরে ।[১২]

(৩) বায়তুল্লাহর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও ছওয়াবের আশায় ভ্রমণ করা বৈধ ।[১৩]

(৪) এই মসজিদ তথা মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না ।[১৪]

(৫) ইসলাম ফিরে যাবে মসজিদে নববীর দিকে ।[১৫]

গ. মসজিদে আক্বছার ফযীলত :

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হ’ল মসজিদে আক্বছা। ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাস’ বা ‘বায়তুল মাক্বদিস’ ফিলিস্তীনের কুদস অথবা জেরুযালেম বা (পুরাতন নাম) ঈলীয়া শহরে অবস্থিত। মক্কা থেকে কুদস (উট বা ঘোড়ায় চড়ে) চল্লিশ দিনের সফরের দূরত্ব। এই মসজিদেরও কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

(১) মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা : ছালাত ফরয হওয়ার পর থেকে প্রথম ১৬/১৭ মাস ‘বায়তুল মুক্বাদ্দাস’ ছিল মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা। বারা ইবনু ‘আযিব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ‘আর তোমরা যেখানে থাক তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই (কা‘বার দিকে) ফিরিয়ে দাও’ (বাক্বারাহ ২/১৪৪) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা ষোল মাস যাবৎ বায়তুল মুক্বাদ্দিসের দিকে মুখ করে নবী করীম (স:) এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি ।[১৬]

(২) ইসরার শেষ স্থান : রাসূলুল্লাহ (স:) ক মহান আল্লাহ তা‘আলা মক্কার মাসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত ইসরা বা রাত্রির ভ্রমণ করিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, ‘মহাপবিত্র তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আক্বছায়, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, তাকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দেখাবার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (ইসরা ১৭/১)। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই মসজিদের আশপাশ আল্লাহ বরকতময় করে রেখেছেন। এই অঞ্চল প্রাকৃতিক নদ-নদী, ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং নবীদের বাসস্থান ও কবরস্থান হওয়ার কারণে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। আর এই কারণে একে বরকতময় বলা হয়েছে।

(৩) মি‘রাজ শুরু হয়েছিল এই মসজিদ থেকে : মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা মুহাম্মাদ (স:) ক এই মসজিদ থেকেই মি‘রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আকাশ থেকে পুনরায় এখানেই নামিয়ে ছিলেন।

(৪) ছওয়াবের আশায় বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীর ন্যায় এই মসজিদের উদ্দেশ্যেও সফর করা বৈধ ।[১৭]

(৫) পৃথিবীতে স্থাপিত দ্বিতীয় মসজিদ : মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহর পর পৃথিবীর দ্বিতীয় মসজিদ হ’ল মসজিদে আক্বছা ।[১৮]

(৬) সকল নবীদের একত্রিত হওয়ার স্থান : নবী-রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আঃ) সহ বনু ইস্রা্ঈলের হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আবাসস্থল ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর আশেপাশের এলাকা। এছাড়াও মি‘রাজের সময় নবীগণকে আল্লাহ তা‘আলা এই মসজিদে একত্রিত করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স:) এর ইমামতিতে সকলে ছালাত আদায় করেছিলেন।[১৯] এ কারণেও এই মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

(৭) এই মসজিদে ছালাত আদায় জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফের মাধ্যম : আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তা হ’ল- আল্লাহর হুকুম মত ন্যায়বিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, প্রথম দু’টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হয়েছে’।[২০]

ঘ. মসজিদে ক্বোবার ফযীলত :

মদীনায় হিজরতের সময় ১৪ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (স:) মদীনায় প্রবেশের আগে ক্বোবা নামক স্থানে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অবস্থান করেন ও একটি মসজিদ তৈরী করেন। তারপর সেখানে ছালাত আদায় করেন। এটাই ক্বোবা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি মসজিদে নববী থেকে ১ ফারসাখ তথা ৩ মাইল বা ৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। এটিই ছিল মদীনায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। যার প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন ‘আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)। তিনিই রাসূল (স:) ক এদিকে ইঙ্গিত দেন। অতঃপর পাথরসমূহ জমা করেন। তারপর প্রথমে রাসূল (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে একটি পাথর রাখেন। অতঃপর আবূবকর (রাঃ) একটি রাখেন। এরপর বাকী কাজ ‘আম্মারের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়।[২১] মসজিদে ক্বোবার অনেক ফযীলত রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ (স:) কর্তৃক নির্মিত প্রথম মসজিদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিজরতের পর মদীনায় পৌঁছার পূর্বে ক্বোবা নামক স্থানে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করেন ও কিছুদিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদটির নাম হচ্ছে ‘মসজিদে ক্বোবা’, যে মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. ‘অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হক্বদার যে, তুমি সেখানে ছালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন’ (তওবা ৯/১০৮)।

(২) ওমরাহর সমান নেকী লাভ : বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে ক্বোবায় গিয়ে ছালাত আদায় করলে ওমরার সমান নেকী পাওয়া যায়। সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, من تطهَّر في بيتِه، ثم أتى مسجدَ قُباءٍ، فصلّى فيه صلاةً؛ كان له كأجْرِ عُمرةٍ. ‘যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করল অর্থাৎ ওযূ করল, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল, তার

জন্য একটি ওমরাহর সমান ছওয়াব রয়েছে’।[২২]

ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স:) প্রতি শনিবার ক্বোবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সাওয়ারীতে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)ও ঐরূপ করতেন।[২৩] অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স:) এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[২৪]

ঘ. অন্যান্য মসজিদের গুরুত্ব ও ফযীলত :

উপরোক্ত চারটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর সকল মসজিদের মর্যাদা সমান। পৃথিবীর অন্যান্য মসজিদগুলোরও বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ আল্লাহর ঘর : পৃথবীর সকল মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য মসজিদগুলিকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলা হয়। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে কা'বা ঘরের পাশে রেখে এই বলে আল্লাহর কাছে দো'আ করেছিলেন যে, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার এ পবিত্র (কা'বা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা! যেন তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (ইবরাহীম ১৪/৩৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

'যখনই কোন একদল মানুষ আল্লাহর ঘরসমূহের কোন এক ঘরে (মসজিদে) সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। এমনকি তাদের কথা আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের মধ্যে আলোচনা করেন'।[২৫]

সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, المساجدُ بيوتُ اللهِ في الأرضِ تضيءُ لأهلِ السَّماءِ كما تضيءُ نجومُ السَّماءِ لأهلِ الأرضِ 'পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। এগুলো আসমানবাসীর জন্য তেমনি আলোকিত করে যেমনভাবে দুনিয়াবাসীদের জন্য আকাশের তারকাগুলো আলোকিত করে'।[২৬]

(২) মসজিদের মালিক আল্লাহ : পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। এরপরেও বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের' (কুরায়শ ১০৬/৩)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا 'নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ কেবল আল্লাহর জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহবান করো না' (জিন ৭২/১৮)। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়?' (বাক্বারাহ ২/১১৪)।

(৩) মসজিদ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম জায়গা : পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পসন্দের জায়গা হ'ল মসজিদ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ البلادِ إلى اللهِ مساجدُها وأبغَضُ البلادِ إلى اللهِ

أسواقُها ‘আল্লাহ তা‘আলার কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হ’ল মসজিদ সমূহ আর সবচাইতে খারাপ জায়গা হ’ল বাযার সমূহ’ ।[২৭]

(৪) মসজিদ এমন জায়গা যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় : মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ،

‘(উক্ত জ্যোতি থাকে) মসজিদ সমূহে, যেগুলিকে আল্লাহ মর্যাদামন্ডিত করার এবং সেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করার ও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ তেলাওয়াতের আদেশ করেছেন। (মসজিদ আবাদকারী) ঐ লোকগুলি হ’ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের হৃদয় ও চক্ষু বিপর্যস্ড় হবে’ (নূর ২৪/৩৬-৩৭)।

(৫) ছালাত আদায়ের স্থান : ঈমানের পর বান্দার উপর ফরয হ’ল ছালাত আদায় করা। ক্বিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আর এই ছালাত আদায়ের অন্যতম স্থান হ’ল মসজিদ। মসজিদে নিম্নোক্ত ছালাত আদায় করা হয়।

(ক) জুম‘আর ছালাত : সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হ’ল জুম‘আর দিন। জুম‘আর দিনের প্রধান আমল হ’ল জুম‘আর ছালাত আদায় করা। জুম‘আর ছালাতের অন্যতম স্থান হ’ল মসজিদ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،

‘হে মুমিনগণ! যখন জুম‘আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ’ (জুম‘আ ৬২/৯)।

আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لينتَهِينَّ أقوامٌ عن ودعِهِمُ الجمعاتِ، أو ليختِمَنَّ اللهُ على قلوبِهِم، وليَكونُنَّ مِنَ الغافلينَ ‘লোকেরা যেন জুম‘আ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্ড়রে মোহর লাগিয়ে দিবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে পড়বে’ ।[২৮]

(খ) ফরয ছালাত আদায়ের স্থান : ফরয ছালাতের উত্তম স্থান হ’ল মসজিদ। আর নফল ছালাতের উত্তম স্থান হ’ল বাড়ী। আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘যেগ্রামে বা অঞ্চলে তিনজন মানুষ বসবাস করবে, সে স্থানে জামা‘আতে ছালাত আদায় করা না হ’লে তাদের ওপর শয়তান জয়ী হয়। অতএব তুমি জামা‘আতকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। কারণ দলচ্যুত ছাগলকে নেকড়ে বাঘ ধরে খেয়ে ফেলে’ ।[২৯]

(গ) আগমনী ছালাতের স্থান : কা‘ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. ‘নবী করীম (ছাঃ) সফর হ’তে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করতেন’ ।[৩০]

মসজিদ শুধু ছালাতের স্থান নয়; বরং ছালাতের সাথে সাথে আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলওয়াতেরও স্থান। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় জনৈক

বেদুঈন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। ছাহাবীগণ তখন বলে উঠলেন, থাম, থাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাই ছাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলেন। পেশাব শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এই মসজিদ সমূহে পেশাব ও অপবিত্রকরণের কোন কাজ করা জায়েয নয়। বরং এটা শুধু আল্লাহর যিকর, ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে উপস্থিত একজনকে নির্দেশ দিলেন সে এক বালতি পানি এনে (পেশাবের উপর) ঢেলে দিল।[৩১]

(৬) মসজিদে ছালাত আদায়ে অধিক ছওয়াব : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاةُ الرَّجُلِ في الجَماعَةِ تُضَعَّفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ، وفي سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ ضِعْفًا، وذلكَ أنَّهُ :إذا تَوَضَّأَ، فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلّا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إلّا رُفِعَتْ له بها ،دَرَجَةٌ، وحُطَّ عنْه بها خَطِيئَةٌ، فَإِذا صَلّى، لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عليه، ما دامَ في مُصَلّاهُ :اللَّهُمَّ صَلِّ عليه اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، ولا يَزالُ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاةَ

'ঘরে অথবা বাযারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভাল করে ওযূ করে কেবলমাত্র ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে গমন করে, তার প্রতি ক্বদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন ছালাত আদায় শেষ করে মুছাল্লায় বসে থাকে, ফেরেশতাগণ তখন ঐ ব্যক্তির জন্য অনবরত এই দো'আ করতে থাকেন যে, হে আল্লাহ!

তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। আর তোমাদের কেউ ছালাতের জন্য অপেক্ষা করলে, সে সময়টা ছালাতের মধ্যেই গণ্য হবে'।[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً 'একা একা ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করা সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াব'।[৩৩]

(৭) ই'তেকাফের স্থান : মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ই'তেকাফ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ 'আর তোমরা স্ত্রীগমন কর না যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক' (বাক্বারাহ ২/১৮৭)।

(৮) মসজিদ আল্লাহভীর‍ুদের ঘর : আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, المسجدُ بيتُ كلِّ تَقِيٍّ 'মসজিদ হ'ল প্রত্যেক আল্লাহভীর‍ুদের ঘর'।[৩৪]

মসজিদে গমনের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হ'ল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি :

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِه المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، ويَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، ويَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، ولقَدْ رَأَيْتُنا وما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، ولقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِّ.

‘কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (ছালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ’লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা‘আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা‘আতে উপস্থিত হ’ত যাকে দু’জন মানুষের কাঁধ ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ’ত’ ।[১২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ-

‘আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, ‘কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহর রাস্তায়) পাহারা দেওয়া’ ।[১৩]

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, ‘তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু’বার বললেন ।[১৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ له ذُنُوبَهُ-

‘যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা‘আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা‘আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন’ ।[১৫]

(২) হজ্জের সমান ছওয়াব :

জামা‘আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ছাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

‘যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে’ ।[১৬]

(৩) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ :

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ-

‘তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ড় আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার’ ।[১৭]

(৪) আল্লাহ সম্মান করেন :

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلَّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ، ‘যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহর যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হ’ল,

যিয়ারতকারীর সম্মান করা’ ।[১৮]

(৫) জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ، ‘যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য’ ।[১৯]

(৬) ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে :

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ’ল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও’ ।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إنَّ اللهَ لَيُضيءُ لِلَّذينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ في الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامةِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে’ ।[২১]

(৭) আরশের নিচে স্থান লাভ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হ'ল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়'।[২২]

(৮) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, مَن غَدا إلى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدا أوْ راحَ، 'যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়'।[২৩]

(৯) ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

'ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।[২৪] অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ 'হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়'।[২৫]

(১০) জামা'আত না পেলেও জামা'আতের ছওয়াব লাভ : মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ'ল, কোন কারণে মসজিদে জামা'আত না পেলেও জামা'আতের ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ছালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’ ।[২৬]

(১১) নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে :

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ‘যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে’ ।[২৭]

(১২) হেঁটে জামা‘আতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হ’তে পবিত্র হয়ে যাবে’ ।[২৮]

(১৩) জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি :

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ-

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হ’তে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হ’তে মুক্তি’ ।[২৯]

উপসংহার

মসজিদ আল্লহর ঘর, আল্লর জন্য ইবাদতের উত্তম জায়গা। উত্তম যায়গায় এমন কোন কাজ বা নিয়মনীতি চালু করা উচিৎ নয় যা মসজিদের সৌন্দর্য ও গুরুত্বকে নষ্ট করে, মানুষকে মসজিদ বিমুখ করে। বিভিন্ন নামে মসজিদকে নামকরণ করে দলভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা কোন আদর্শ মুসলিমের কাজ হতে পারে না। এমন জায়গায় মসজিদ বানানো উচিৎ নয় যা মানুষের প্রকৃত অর্থে কষ্টের কারণ হয় আবার মসজিদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রগ্রামও এমন হওয়া উচিৎ নয় যা মানুষের প্রকৃত অর্থে কষ্টের কারণ হয়। দ্বীনের খেদমতের খাটি নিয়তে মসজিদ তৈরী করার বিনিময়ে আল্লহ তার জান্নাতের মধ্যে ঘরের সুব্যবস্থা করে দিন, আমীন।

তথ্যসূত্র

[১]. বুখারী হা/৩৯৮; মুসলিম হা/১৩৩০; নাসাঈ হা/২৯১৭।

[২]. বুখারী হা/৩৯১; নাসাঈ হা/১৫৯৮; মিশকাত হা/১৩।

[৩]. ‘আল জামি‘উছ ছাগীর হা/৫৮৫, ছহীহুল জামি‘ হা/৪২১১।

[৪]. বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩।

[৫]. মুসলিম হা/১৪৬, (ই.ফা) হা/২৭১।

[৬]. বুখারী হা/৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪।

[৭]. মুসলিম হা/২৬২; তিরমিযী হা/১৬; মিশকাত হা/৩৭০।

[৮]. বুখারী হা/৪৬৫৫; মুসলিম হা/১৩৪৭; আবূ দাঊদ হা/১৯৪৬।

[৯]. বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।

[১০]. বুখারী হা/১১৯০; মুসলিম হা/১৩৯৪; আহমাদ হা/১৬০৫।

[১১]. বুখারী হা/১১৯৫; মুসলিম হা/১৩৯০; আহমাদ হা/৮৮৭২।

[১২]. বুখারী হা/১১৯৬; মুসলিম হা/১৩৯১; আহমাদ হা/৭২২২।

[১৩]. বুখারী হা/১১৮৯; আবূ দাঊদ হা/২০৩৩।

[১৪]. বুখারী হা/১৮৮১; মুসলিম হা/২৯৪৩।

[১৫]. মুসলিম (হা.একা.) হা/২৪৮ (ই.ফা) হা/২৭১।

[১৬]. মুসলিম হা/৫২৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান’ অধ্যায় ।

[১৭]. বুখারী হা/১১৮৯; আবূদাঊদ হা/২০৩৩।

[১৮]. বুখারী হা/৩৩৬৬; মুসলিম হা/৫২০; নাসাঈ হা/৬৯০; মিশকাত হা/৭৫৩।

[১৯]. মুসলিম হা/১৭২; মিশকাত হা/৫৮৬৬।

[২০]. ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৭৮।

[২১]. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), (তৃতীয় সংস্করণ ২০১৬), ২৩৮-২৩৯ পৃঃ।

[২২]. ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; নাসাঈ হা/৬৯৯; আলবানী : ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৮১।

[২৩]. বুখারী হা/১১৯৩।

[২৪]. বুখারী হা/১১৯৪।

[২৫]. মুসলিম হা/৭০২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫; তিরমিযী হা/২৯৪৫; ছহীহুল জামি‘ হা/৬৫৭৭।

[২৬]. হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০।

[২৭]. মুসলিম হা/৬৭১, ই.ফা. হা/১৪০০; মিশকাত হা/৬৯৬; ছহীহুল জামি‘ হা/১৬৭।

[২৮]. মুসলিম হা/৮৬৫; নাসাঈ হা/১৩৭০; ইবনে মাজাহ হা/১১২৭।

[২৯]. আবূ দাঊদ হা/৫৪৭; আহমাদ হা/২৭৫১৪; মিশকাত হা/১০৬৭।

[৩০]. বুখারী হা/৪৪১৮, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘সফর হ’তে ফিরে আসার পর ছালাত আদায়’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/২৭৬৯।

[৩১]. বুখারী হা/১২২১; মুসলিম হা/২৮৫; মিশকাত হা/৪৯২।

[৩২]. মুসলিম হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।

[৩৩]. বুখারী হা/৬৪৫; মুসলিম হা/৬৫০; মিশকাত হা/১০৫২।

[৩৪]. তাবারাণী, আল-কাবীর; ছহীহাহ হা/৭১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৩০।

https://www.ikravoice.net/2023/05/Importance-and-virtues-of-the-mosque.html

https://islamqabd.com/%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%AC%E0%A6%82-%E0%A6%AE%E0%A6%BE/

https://islamqabd.com

(দৈনিক দেশ রুপান্তর, পৃষ্ঠা ০৫, তারিখঃ ৩/৬/২০২৩)।